দৈনিক খবর

তারিখ ... 11 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

44

প্রশ্নপত্র ফাঁস

কুমিল্লা বোর্ডের সাধারণ বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রও নাকি ফাঁস হয়ে গেছে। দৈনিক খবরের এক সংবাদ সূত্রে জানা যায়, ৯ই জুলাই উক্ত বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষার আগের দিন খুব গোপনে চাঁদপুর শহরসহ ফরিদগঞ্জ ও মতলব কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের কাছে হাতে লেখা এই প্রশ্ন বিক্রি হয়েছে। অবশ্য এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত ফাঁস হওয়া এই প্রশ্ন সঠিক কি-না তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে কুমিল্লা বোর্ডের এবারকার এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে যে ঘাঁপলা শুরু হয়েছে তাতে এ ধরনের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইতিপূর্বে ইংরেজী ১ম ও ২য় পত্র এবং সাধারণ গণিতের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার প্রেক্ষিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়ে বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে এভাবে ভবিষ্যতেও পরীক্ষা বাতিল করে দেয়া হবে।

আমরা ভেবে বিস্মিত হই কি করে এতগুলো বিষয়ের প্রশ্নপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন মহলের নজর এড়িয়ে ফাঁস হলো। সবাই জানেন, বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র যেখানে সেখানে ছাপা হয় না। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সেগুলো সরকারী ছাপাখানায় ছাপা হয়। মুদ্রণ থেকে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ পর্যন্ত সময়কালে এসব প্রশ্নপত্র রাখাও হয় বিশেষ ব্যবস্থাধীনে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। এই দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষেই বোর্ডের প্রশ্নপত্রের হদিস পাওয়ার কথা নয়। তবু যখন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় তখন সংশ্লিষ্টদের সন্দেহের চোখে না দেখে আর উপায় থাকে না।

বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা কেবল এবারই যে ঘটেছে তা নয়। প্রায় প্রতিবছরই এমনটা ঘটছে। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখিও হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও আমরা এই দুষ্ট প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারছি না। বরং সমস্যাটি এতদিনে যেন আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তাই যদি না হবে তাহলে ১৯৯১ সালের কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পর পর এতগুলো বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় কেমন করে? ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন ফটোকপি করে বিক্রি করা হয়েছে এবং পরীক্ষার সময় তা অভিন্ন বলে প্রমাণিতও হয়েছে। যথাসময়ে খবরের কাগজেও তা ছাপা হয়েছে। অবশেষে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের বিষয়গুলোর পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। বাতিলকৃত বিষয়গুলোর পরীক্ষা পরে অনুষ্ঠিত হবে। তা না হয় হলো, কিন্তু পরেও যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না তার কি কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে? আর প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেই পরীক্ষা বাতিল করার যে ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেটাই বা কতটা যৌক্তিক তাও ভেবে দেখতে হবে। কেননা একটার পর একটা বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে, আর কর্তৃপক্ষ একটার পর একটা পরীক্ষা বাতিল করবেন এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে হয়তো দেখা যাবে পরীক্ষা কেবল পিছিয়েই যাচ্ছে। অর্থাৎ সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠান বা ফলাফল ঘোষণা কোনটাই সেমতাবস্থায় সম্ভব হবে না। এতে নতুন করে আবার সেশন জটের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। অতএব, সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকতে হবে কিছুতেই যেন বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয়। বোর্ডের প্রশ্নপত্র মুদ্রণ থেকে শুরু করে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তা বিতরণ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তারা যদি সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন তাহলে এ ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রপাত হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। যাদের দায়িত্বহীনতা বা অসততার জন্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আর যাই হোক, শিক্ষার মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এ ধরনের দায়িত্বহীন কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেয়া চলে না। এমনিতেই দেশে শিক্ষার মান ক্রমাগত নীচে নেমে যাচ্ছে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে নানা রকম গলদ। এর ওপর যদি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার ফলশ্রুতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতো ঘটনা পৌনপুনিকভাবে ঘটতে থাকে তাহলে দেশে শিক্ষার ভবিষ্যৎ বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব, এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করছি। বিষয়টি ভালো করে তদন্ত করে সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার জন্য আমরা সরকারের প্রতি আবেদন রাখছি।